COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

INFORMAZIONI SULLA ZANZARA TIGRE

টাইগার মশা....সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং প্রতিরোধ

লঘু শীতের কারনে এই বছর বসন্তে মশা ,বিগত বছরগুলোর তুলনায় আগে আক্রমন করতে শুরু করেছে ।
তাই কমুনীর প্রশাসন বিভাগ বিগত বছরের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রেখে কমুনীর আওতাভুক্ত শহরগুলো থেকে মশা তাড়ানোর জন্য ব্যাবস্থা গ্রহন করেছে ।মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মশা মুক্ত করার জন্য চক্রাকারে কিছু প্রক্রিয়া চালানো হবে ।

পাবলিক স্থান থেকে ব্যক্তিগত স্থানে সহজে মশার স্থানান্তরিত হওয়া রোধ করতে পাবলিক প্লেসে যে প্রক্রিয়ায় চালানো হোকনা কেন তা দীর্ঘস্থায়ী ও বারবার চালানো হলেও ব্যক্তিমালিকানাধীন স্থানে মশার উৎপাদনের বড় কেন্দ্র থাকলে ফলাফল শূন্যই থাকে ।
আপনাদের নিজস্ব এলাকার ম্যানহোলগুলিকে মশামুক্ত করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি । এমনকি নিজস্ব সবুজ এলাকাও ।

সাধারনত ব্যক্তিগত এলাকায় টাইগার মশার একটি শক্তিশালী উৎস থাকার কারনে পাবলিক প্লেসে বিভিন্ন প্রক্রিয়া চালানো হলেও আশানুরুপ ফলাফল পাওয়া যায়না ।

মশার অক্রেমন ঠেকানোর জন্য ও রোধ করার জন্য আপনাদের কিছু কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি-

১.পানি জমে থাকে এমন প্রতিটি জিনিস পরিত্যাগ করতে হবে যেখানে মশার লার্ভা বৃদ্ধি পেতে পারে ।বৃষ্টির পানি জমে থাকতে পারে এবং সেখানে মশা পুঞ্জীভূত হতেপারে এমন সব জিনিষ ত্যাগ করতে হবে ।উদাহারন স্বরুপ ম্যানহোল ছাড়াও মশার শক্তি শালী উৎস হলো, বোতুল,জার বা টিন,বড় গাছের জড়ের গর্ত, টিনের কৌটা, গ্লাস, গাছে পানি দেওয়া পাত্র, বালতি,ছোট বেসিন,টবের নীচের পাত্র, বদনা, টব, প্লাষ্টিকের টুকরা যা পরে বাঁকা হয়ে গর্ত তৈরী করে, পশুপাখীর পানি খাওয়া পাত্র, রেইন পাইপ, পানিতে রাখা গাছ, বায়ুচালিত যেকোন জিনিষ, বড় জার, এবং শেভাবর্ধক পাথর --- ।

২.গাছ দিয়ে তৈরী বেড়ার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে (পূর্ণ মশার আশ্রয় স্থান এটি)

প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ তৈরী করতে টাইগার মশার আচরন জানা উপকারী-

*গরোমের সময় মশা সবচেয়ে বেশী সক্রিয় থাকে সকালের প্রথম কয়েক ঘন্টা এবং সন্ধ্যার সময়, বিশেষকরে ঠান্ডা স্থানে, বেশী আদ্রতাযুক্ত স্থানে ও ছায়ায় ।

*যখন তারা সক্রিয় থাকে না তখন বড় গাছে বা ঘন গাছের মধ্যে ঠান্ডা স্থানে,ছায়ার মধ্যে একাকার হয়ে থাকে ।বিশেষ করে সেগুলো যদি উত্তর দিকে ছড়ানো থাকে ।

testo bengalese

*১-২ মিটারের নীচে উচ্চতায় সাধারনত উড়ে বেড়ায় ।কাপড়ের গাঢ় রং এদেরকে উদ্দীপ্ত করে ।

*নিজস্ব এলাকার সবুজ বাগান বা করিডোরের ১ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় এরা ছড়িয়ে থাকে ।

*যেকোন খোলা জায়গায় স্থির পানির উপর ভেসে থাকা কোন পচে যাওয়া গাঢ় রঙের উদ্ভিজ্জ বস্তুর উপর এরা ডিম পাড়তে পছন্দ করে ।

পর্যোবেক্ষন ও সনাক্তকরন

পর্যোবেক্ষন হলো সমস্যা চিহ্নিত করার,অর্থনৈতিক সোর্সের সর্বোচ্চ ব্যাবহার নিশ্চিত করার,বিগত বছরের ফলাফল মূল্যায়নের- একটি সঠিক হাতিয়ার ।

প্রশাসন নিম্নলিখিত কার্যোক্রম হাতে নিয়েছে-

*নিধন করা যায়নি এমন লার্ভার বড় কেন্দ্রবিন্দুগুলি বৃদ্ধি কন্ট্রোল করা এবং সংবেদনশীল জায়গাগুলির ম্যাপ তৈরী করা (এই কার্যক্রম নিয়মিত চালানো) ।

*পরিপূর্ণ মশার এবং এর লার্ভা নিধনের প্রক্রিয়া চালানো ।

*মশা ও লার্ভা নিধনের জন্য চালানো প্রক্রিয়ার প্রভাব ও ফলাফল পর্যালোচনা করা ।

*ডিম পরীক্ষা ও এর বৃদ্ধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ডিমের মনিটরিং করা ।

মশার প্রতিরোধ ও নিধনের জন্য শহরবাসী কি করতে পারে

*খোলা অবস্থায় পাত্রে পানি রাখা যাবে না এবং পাত্র ঢেকে রাখা ।

*বায়ুচালিত যেকোন জিনিস খোলা জায়গায় না রেখে ভেতরে স্টক করে রাখা(যেমন- পাড়ীর টায়ার)

*বাগানের গাছের গুড়ির গর্তসমূহের এবং মূর্তী বা হাতে বানানো গঠনের যত্ন নেওয়া

*যতদূর পারা যায় টবের নীচের পাত্র ব্যবহার থেকে দূরে থাকা

*বাগানের গাছের কান্ডের গর্ত, টব,পাত্রসমূহ ঢাকনা বা মশারীর জাল দিয়ে ঢেকে রাখা

*প্রতি সপ্তাহে বাড়ীর পোষা জন্তু ও পাখীর পানকরা পাত্র খালি ও পরিষ্কার করা ।

*নিজস্ব এলাকার মধ্যে অবস্থিত ম্যানহোল পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত রাখা

*লার্ভা নিধনের ঔষধ ব্যাবহারের ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে বিশেষ করে পাইরেথ্রাইন ও পাইরেট্রেইডের ক্ষেত্রে ।